দৈনিক বাংলা 003 তারিখ ... 26 FEB 1985 পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7 ...

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি

26 FEB 1985

প্রস্তাবনা :

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রক্রিয়া সমূহ অনুধাবনের পদ্ধতিকে বলা হয় বিজ্ঞান। আর এই পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে বলা যায় প্রযুক্তি। কাজেই বস্তু জগৎ সম্পর্কে তথ্য আহরণ ও উদঘাটন এবং সেগুলিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বিত প্রয়াস।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলি প্রধানতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই উন্নতির বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুশীলন ও প্রয়োগের দ্বারা ঐ দেশগুলি তাদের জনগণের জীবন ধারায় বিরাট পরিবর্তন এনেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি যে আজ পেছনে পড়ে রয়েছে, তার প্রধান কারণ এ ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদপদতা।

আজ এটা সর্বজনস্বীকৃত যে জনসম্পদের দক্ষতার উপরই যে কোন জাতির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল আর এই দক্ষতা অর্জিত ও বর্ধিত হয় সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে। ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিকাশ ও তার সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলেই দেশের আর্থ সামাজিক অবকাঠামো গঠিত হয়। তাই প্রযুক্তির বিকাশই দেশের দারিদ্র মোচন ও দ্রুত আর্থ সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি।

বাংলাদেশের জনগণ তাদের মৌল চাহিদা যথা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি পূরণ ও জনজীবনের মান উন্নয়নের জন্য কঠোর সংগ্রাম করছেন। এই সকল লক্ষ্য অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিশ্বের সঙ্গে সমতা অর্জনের স্বার্থে বাংলাদেশেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনের কোন বিকল্প নাই। অভীষ্ট পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সফল ব্যবহার দ্বারাই বাংলাদেশের জনগণের সুখী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্র ব্যাপক। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এতে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। দুর্বল ভিত্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই দেশে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রেও অনেক সময় এ যাবত অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়নি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পদ বরাদ্দের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অনুপস্থিতি, এবং যুক্তিযুক্ত ও সুসমন্বিত একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার বিশেষ প্রকৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। এই ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতার অন্যান্য কারণগুলি হচ্ছে সম্পদের অপ্রতুলতা, দক্ষ বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও কারিগরের স্বল্পতা, গবেষণা কার্যক্রম এবং এই ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা, বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, প্রাচীনপন্থী বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম, বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা, মেধা পাচার ও দক্ষ জনশক্তির অধিক হারে দেশত্যাগ এবং জাতীয় অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা সম্পর্কে সামাজিক অসচেতনতা।

বাংলাদেশেও আজ এটা স্বীকৃত যে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, জ্বালানি ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার সংস্থানের ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধান এবং অধিক হারে কর্মসংস্থান, জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ তথা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিবেচনাকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করাতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সনে একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি প্রণীত হয়েছিল। তা মূলত ব্যাপক উদ্দেশ্যাবলীতে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু কোন সুসংবদ্ধ নীতিমালা দিতে পারেনি বা তাকে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবেও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। কোন প্রকার কার্যকর [illegible] নির্দিষ্ট না থাকায় সেই সকল নীতির আংশিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যেও কোন সংহত উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

দেশের সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল ও কার্যকর প্রয়োগের জন্য একটি সুসংবদ্ধ ও সমন্বিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি প্রণয়ন অতীব প্রয়োজনীয়। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশের সরকার দেশের জন্য উপযোগী ও কার্যকর একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি প্রণয়ন বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো :

(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন, জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা দান,

(খ) দেশের আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প নীতির লক্ষ্য অর্জন,

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডারে অবদান সৃষ্টি,

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর মেধা অন্বেষণ ও তার স্বীকৃতি প্রদান,

(ঙ) উন্নয়নশীল দেশসমূহের পারস্পরের মধ্যে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা জোরদার করা,

(চ) উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কাঠামোর (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ) প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস বা পুনর্বিন্যাসে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনুশীলন ও প্রয়োগের সমন্বয় বিধান নিশ্চিত করা এবং সেই সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৮৩ সনের ১৬ই মে, 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি (এনসিএসটি)' নামে এক কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করেছেন। এর দায়িত্ব হচ্ছে :

ক) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি প্রণয়নে সুপারিশ প্রদান,

(খ) গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রাধিকার সম্পর্কে সুপারিশ দান, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের মান ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ব্যবহারিক সার্থকতা নিরূপণ।

(গ) গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় বিধানের পন্থা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান,

(ঘ) গবেষণা প্রকল্প ও কর্মসূচী অনুমোদনে সুপারিশ প্রদান এবং

(ঙ) সরকার প্রয়োজনীয় মনে করেন এমন সকল বিষয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে (এনসিএসটি- একজন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসাবে ছয়জন মন্ত্রী, আটজন সংশ্লিষ্ট সচিব এবং সাতজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ রয়েছেন। এই কমিটির গঠন ও দায়িত্বসমূহ পরিশিষ্ট 'ক' এ দ্রষ্টব্য।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটির নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন তদারক করার জন্য ইহার একটি নির্বাহী পরিষদ রয়েছে। এনসিএসটি প্রয়োজনমত উপকমিটি, কারিগরি কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি ও পরামর্শদাতাগণের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

(ক্রমশ)